

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ মূল অধিক্ষেত্র)

রীট পিটিশন নং ১০৩৭১/২০০৬.

আনিসুর রহমান এবং অন্য একজন

.....দরখাস্তকারীদ্বয়

-বনাম-

বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য

..... প্রতিপক্ষগণ

এ্যাডভোকেট ফিদা এম কামাল সংগে

এ্যাডভোকেট কামরুল হক সিদ্দিকী

এ্যাডভোকেট মোঃ মিজানুল হক চৌধুরী

.....দরখাস্তকারীদ্বয়ের পক্ষে

এ্যাডভোকেট মাহবুবে আলম, এটর্নী জেনারেল

সঙ্গে

এ্যাডভোকেট মোঃ ইকরামুল হক, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট পুরবী রানী সাহা, সহকারী এটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট পুরবী রানী শর্মা, সহকারী এটর্নী জেনারেল

.....১নং প্রতিবাদী পক্ষে

উপস্থিতঃ

বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী

এবং

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল

শুনানীর তারিখ : ২৭.০৬.২০১৮, ২৮.০৬.২০১৮,
২৮.১০.২০১৮, ৩১.১০.২০১৮, ১৫.১১.২০১৮,
২২.১১.২০১৮, ২৯.১১.২০১৮ এবং রায় প্রদান :
১২.১২.২০১৮।

বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামালঃ

দরখাস্তকারী আনিসুর রহমান মল্লিক এবং তাহসীনা খাতুন কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের

অনুচ্ছেদ ১০২(২)(ক)(আ) এর অধীন দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে বিগত ইংরেজী ০৫.০৬.২০০৭ তারিখে

প্রতিপক্ষগণের উপর কারণ দর্শানো পূর্বক রুল ইস্যু করা হয়েছিল যা নিম্নরূপঃ-

“Let the supplementary affidavit do form part of the main application and a Rule Nisi issue calling upon the respondents to show cause as to why the impugned memo No. Shakha-6/5L-1/81/29 dated 12.01.1992 (Annexure-A) issued by the respondent No.3 should not be declared to have been issued without lawful authority and to be of no legal effect and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.

পরবর্তীতে দরখাস্তকারীদ্বয় কর্তৃক দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে অত্র বিভাগ কর্তৃক বিগত ইংরেজী

২৫.০৯.২০০৭ তারিখে পূর্বতন রুলের পরিবর্তে নতুনভাবে রুল ইস্যু করা হয়েছিল যা নিম্নরূপঃ

“This is an application for correction of the order dated 05.06.2007.

Heard the learned Advocate for the petitioners and perused the application.

In the application it is stated that the petitioner prays in prayer (a) as under:

“Issue a Rule Nisi issue calling upon the respondents to show cause as to why the failure of the respondents to implement the decision communicated under Memo No. Shakha-6/5L-1/81/29 dated 12.10.1992 issued by the respondent No.3 to the predecessor of the petitioners (Annexure-“A”) shall not be declared to have been done without any lawful authority and to be of no legal effect and why the respondents shall not be directed to hand over possession and execute lease deed in respect of 1 bigha of land out of 3 bigha of land situated in Plot No. 246 of Tejgaon Industrial Area, Dhaka in favour of the petitioners”.

It is also stated that the Rule Nisi issued on the following terms:

“Let the supplementary affidavit do form part of the main application and a Rule Nisi issue calling upon Respondents to show cause as to why the impugned memo No. Shakha-6/5L-1/81/29 dated 12.01.1992 (Annexure-“A”) issued by the respondent No.3 should not be declared to have been issued without lawful authority and to be of no legal effect and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.”

If the prayer of the writ petition and order issuing the Rule Nisi are considered in juxtaposition we find that the Rule Nisi was not issued as per the prayer (a). Therefore, the Rule dated 5.6.2007 is recalled and a fresh Rule be issued as per the prayer (a) as under:

“Let a Rule Nisi issue calling upon the respondents to show cause as to why the failure of the respondents to implement the decision communicated under Memo No. Shakha-6/5L-1/81/29 dated 12.1.1992 issued by the respondent No.3 to the predecessor of the petitioners (Annexure-A) shall not be declared to have been done without any lawful authority and to be of no legal effect and why the respondents shall not be directed to hand over possession and execute lease deed in respect of 1 bigha of land out of 3 bigha of land situated in Plot No. 246 of Tejgaon Industrial Area, Dhaka in favour of the petitioners and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.”

অতঃপর বিগত ইংরেজী ২৪.০৩.২০০৯ তারিখে বিচারপতি এ,এফ,এম আবদুর রহমান এবং

বিচারপতি এস,এম ইমদাদুল হক সমন্বয়ে অত্র বিভাগের একটি দ্বৈত বেঞ্চ উপরিলিখিত রুলটি শুনানীঅন্তে

মঞ্জুর করেন এবং নিম্নরূপ অদেশ প্রদান করেনঃ

“The respondents are directed to implement the decision communicated under Memo No. Shakha-6/5L-1/81/29 dated 12.01.1992, issued by the respondent No.3 and to release one bigha of land comprised in Plot No. 246 of the Tejgaon Industrial Area in favour of the petitioners, as they are the heirs of late Mr. Golam Rahman Mullik, within 30 days from the date of receipt of the judgment at their end.”

অতঃপর রীট পিটিশন নং ১০৩৭১/২০০৬ এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৪.০৩.২০০৯ তারিখের রায় ও আদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ সরকার পক্ষে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় অত্র বিভাগের সম্মুখে রিভিউ পিটিশন নং ০৪/২০০৯ দাখিল করেন। অতঃপর বিচারপতি এ,এফ,এম আবদুর রহমান এবং বিচারপতি এস, এম ইমদাদুল হক সমন্বয়ে অত্র বিভাগের দ্বৈত বেঞ্চ উপরিলিখিত রিভিউ পিটিশন নং ০৪/২০০৬ (রীট পিটিশন নং ১০৩৭১/২০০৬ হতে উদ্ধৃত) শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ০৪.০৮.২০০৯ তারিখে খারিজ করেন।

অতঃপর রিভিউ পিটিশন নং ০৪/২০০৯ (রীট পিটিশন নং ১০৩৭১/২০০৬ হতে উদ্ধৃত)-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৪.০৮.২০০৯ তারিখের আদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে সরকার আপিল বিভাগে সিভিল আপিল নং ৬৫/২০১১ দায়ের করেন।

অতঃপর বিগত ইংরেজী ১০.১০.২০১৭ তারিখে আপিল বিভাগ সিভিল আপিল নং ৬৫/২০১১ শুনানী অন্তে মঞ্জুর করেন এবং নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করেনঃ

“ Having considered the facts and circumstances of the case, the assertions made in the review application and the submissions on which leave was granted particularly the fact that the writ respondents could not bring the actual facts before the High Court Division by filing affidavit-in-opposition, we are of the view that justice would be best served if the writ petition is sent back to the High Court Division to hear the same afresh and for disposal in accordance with law giving chance to the writ respondents to file affidavit-in-opposition.

Accordingly, the appeal is allowed. The impugned judgment and order of the High Court Division in Review Petition No. 04 of 2009 and the judgment and order passed in Writ Petition No. 10371 of 2006 are set aside and the writ petition is sent back to the High Court Division for hearing afresh and for disposal in accordance with law giving chance to the writ respondents to file affidavit-in-opposition.”

আপিল বিভাগ কর্তৃক সিভিল আপিল নং ৬৫/২০১১-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১০.১০.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশে প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক আমরা রীট পিটিশন নং ১০৩৭১/২০০৬-এ প্রদত্ত রুলটি পুনরায় শুনানীর জন্য গ্রহণ করলাম।

দরখাস্তকারীদ্বয়ের মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এই যে,

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার শিল্প কারখানা নির্মাণের উদ্দেশ্যে ঢাকা জেলার তেজগাঁও শিল্প এলাকাস্থ ২৪৫ এবং ২৪৬ নং শিল্প প্লট দুটি মেসার্স এল মল্লিক এন্ড কোম্পানী বরাবরে বিগত ইংরেজী ০৯.০৬.১৯৫৪ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নং ৪৫৮০ মূলে দুই একর তথা ৬ বিঘা সম্পত্তি ৩৬৯০০(ছত্রিশ হাজার নয়শত) টাকা মূল্যে ৯৯ বছরের জন্য লীজ প্রদান করেন। অতঃপর উক্ত কোম্পানী ডিআইটি হতে প্লান

পাশ করে শিল্প কারখানা স্থাপন করেন এবং ব্যবসা পরিচালনা করতে থাকেন। এল মল্লিক এন্ড কোম্পানী শিল্প কারখানা চালানো থাকাকালীন ১ নং প্রতিপক্ষ বিগত ইংরেজী ০১.১২.১৯৮৫ তারিখে লীজ দলিলের শর্ত ভঙ্গের অভিযোগে ২৪৬ নং প্লটের বরাদ্দ বাতিল করেন। বিগত ইংরেজী ০১.১২.০১৯৮৫ তারিখের উপরিলিখিত বরাদ্দ বাতিলের বিরুদ্ধে দেওয়ান গোলাম রহমান মল্লিক, ৪র্থ সাব-জজ আদালত, ঢাকায় দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ১৩৯/১৯৮৬ দাখিল করেন যা পরবর্তীতে প্রঃ নাম্বার হয়ে ২১৪/১৯৮৮ এবং ২৭/১৯৯১ হয়। পরবর্তীতে পূর্ত মন্ত্রণালয় স্মারক নং শাখা-৬/৫এল-১/৮/২৯ এর মাধ্যমে বিগত ইংরেজী ১২.০১.১৯৯২ তারিখে গোলাম রহমান মল্লিককে প্রস্তাব প্রদান করেন যে দেওয়ানী মোকদ্দমান নং ২৭/১৯৯১ প্রত্যাহার সাপেক্ষে ২৪৬ নং প্লটের মোট ৩ বিঘার কাতে ১ বিঘা ৯৯ বছরের জন্য লীজ প্রদান করা হবে। অতঃপর গোলাম রহমান মল্লিক দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ২৭/১৯৯১ বিগত ইংরেজী ২৯.০১.১৯৯২ তারিখে প্রত্যাহার করে আদেশের কপি পূর্ত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেন। অতঃপর মন্ত্রণালয় বিগত ইংরেজী ১৫.০৬.১৯৯২ তারিখে পত্রের মাধ্যমে দরখাস্তকারীগণকে জানান যে, ২৪৬ নং প্লটের ১ বিঘা সম্পত্তি ৯৯ বছরের জন্য লীজ দরখাস্তকারীকে দেওয়া হলো। কিন্তু ১নং প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীদ্বয়ের বরাবরে উপরিলিখিত ২৪৬ নং প্লটের ১ বিঘা পরিমাণ সম্পত্তির লীজ দলিল সম্পাদন ও রেজিস্ট্রি করিয়া দেন নাই।

১নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত বিগত ইংরেজী ১২.০১.১৯৯২ তারিখের পত্রের আলোকে তেজগাঁও শিল্প এলাকাধীন ২৪৬ নং প্লটের ১ বিঘা সম্পত্তি দরখাস্তকারীদ্বয়ের বরাবরে লীজ দলিল সম্পাদন না করে দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট হয়ে দরখাস্তকারী সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ মোতাবেক দরখাস্ত দাখিল করে অত্র রুলটি প্রাপ্ত হন।

দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট ফিদা এম কামাল সংগে মোঃ মিজানুল হক চৌধুরী যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করে নিবেদন করেন যে, তেজগাঁও শিল্প এলাকাধীন প্লট নং ২৪৫ এবং ২৪৬ (দুই একর সম্পত্তি) দলিল নং ৪৫৮০ তারিখ ০৯.০৬.১৯৫৪ মোতাবেক এল মল্লিক কোম্পানীকে বরাদ্দ করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত প্লট দুটি এল মল্লিক কোম্পানীর অংশীদারদ্বয়ের মধ্যে বন্টন করা হলে গোলাম রহমান মল্লিক এবং মাহমুদুর রহমান মল্লিক নামে যৌথভাবে এস এ খতিয়ান নং ১৯৯ মোতাবেক রেকর্ড হয়ে প্রকাশিত হয়। তথায় গোলাম রহমান মল্লিক প্লট নং ২৪৬ এবং মাহমুদুর রহমান মল্লিক প্লট নং ২৪৫ প্রাপ্ত হন। মন্ত্রণালয় বিগত ইংরেজী ০১.১২.১৯৮৫ তারিখে আদেশ মূলে প্লট নং ২৪৬ সংক্রান্তে লীজ দলিলটি বাতিল করেন। এটা উল্লেখযোগ্য যে, প্লট নং ২৪৫ এবং ২৪৬ উপরিলিখিত ১৯৫৪ সালের লীজ দলিলের তফসিল সম্পত্তি। বিগত ইংরেজী ০১.০৯.১৯৮৬ তারিখ (এনেক্সার-জেড, সাপ্লিমেন্টারী এফিডেভিট তারিখ ০৩.১০.২০১৮ দরখাস্তকারীদ্বয় কর্তৃক

দাখিলকৃত) পত্র দৃষ্টে এটা প্রতিয়মান যে, প্রতিপক্ষ প্লট নং ২৪৬ সংশ্লিষ্টতায় ১০ কাঠা জমিতে শিল্প কারখানা প্রতিস্থাপনের কথা স্বীকার করেছেন।

জনাব ফিদা এম কামাল ১৪ বিএলসি (এডি)-১০৯ উপস্থাপনপূর্বক নিবেদন করেন যে, কোন লীজ দলিলের আংশিক বরাদ্দ বাতিল উপরিলিখিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বেআইনী। যেহেতু বিগত ইংরেজী ০১.০৯.১৯৮৬ তারিখের পত্রদৃষ্টে এটা স্পষ্ট প্রতিয়মান যে, প্রতিপক্ষগণ প্লট নং ২৪৬ সংশ্লিষ্টতায় আংশিক কারখানা স্থাপনের বিষয়টি স্বীকার করেছেন সেহেতু উপরিলিখিত আপিল বিভাগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তর্কিত লীজ বরাদ্দ বাতিলটি বেআইনী।

জনাব ফিদা এম কামাল আরও যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন যে, প্রতিপক্ষ পক্ষের যুক্তিতর্কে জনাব মাহবুবে আলম উপস্থাপন মোতাবেক অত্র রীট দরখাস্তকারীদ্বয় পূর্ববর্তীগণ মল্লিক টেকস্টাইল ইন্ডাস্ট্রির নামে ২ বিঘা সম্পত্তি হস্তান্তর করেছেন যা তিনি অস্বীকার করেন এবং ভিত্তিহীন মর্মে নিবেদন করেন। কারণ মল্লিক টেকস্টাইল ইন্ডাস্ট্রির বরাবরে এমন কোন হস্তান্তর তথা লীজ দলিল সম্পাদন হয়নি। প্রতিপক্ষগণের বিগত ইংরেজী ২৮.১১.২০১৮ তারিখের অতিরিক্ত হলফনামা মোতাবেক দরখাস্তকারীদ্বয় কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞার আদেশ হাসিল করতে ব্যর্থ হয়েছেন মর্মে প্রতিপক্ষগণের যে বক্তব্য তা অত্র মামলায় কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেনা এই কারণে যে, যখন লীজ দলিলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে এবং বৈধ লীজ দলিলের ভিত্তিতে তা এখন পর্যন্ত চলমান আছে বিধায়। পূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিগত ইংরেজী ১২.০৬.২০০৬ তারিখে প্লট নং ২৪৬ স্থিত ২ বিঘা সম্পত্তি জনাব আঃ আজিজ এর ওয়ারিশানগণের নামে নামজারী প্রমাণ করে যে, তর্কিত জমিটি আঃ আজিজ মল্লিক নামে পার্টনারশীপ দলিল তারিখ ০১.০৭.১৯৭৬ মোতাবেক হস্তান্তরিত হয়েছিল সরকারকে কোন প্রকার অবহিত ছাড়া। তর্কিত পার্টনারশীপ দলিলটি কোন হস্তান্তর দলিল হবেনা কারণ ১নং প্রতিপক্ষের অনুমতি ছাড়া তা গ্রহণ করা হয়েছিল।

তিনি আরও নিবেদন করেন যে, হানিফ এন্টারপ্রাইজ এবং দৈনিক জনকণ্ঠ বরাবরে হস্তান্তর তা প্রতিপক্ষগণের যা দরখাস্তকারীদ্বয়ের অধিকারকে হরণ করেন। সুতরাং আঃ আজিজ মল্লিক নামে ২ বিঘা সম্পত্তি নামজারীর কোন ভিত্তি নাই এবং আইনগতভাবে এর কোন বৈধতাও নাই। লীজ ডিড এর ক্লজ ১৬(১) মোতাবেক লীজ ডিড এর কোন শর্ত ভঙ্গের শংশ্লিষ্টতায় কিন্তু বর্তমান মামলার দরখাস্তকারী এমন কোন শর্ত ভঙ্গ করেছেন মর্মে বলা হয়নি।

তিনি আরও নিবেদন করেন যে, কোন কারণ দর্শানোর নোটিশ গোলাম রহমান মল্লিক (দরখাস্তকারীদ্বয়ের পূর্ববর্তী) বরাবরে ইস্যু করা হয় নাই। বিগত ইংরেজী ১২.০৮.১৯৮৫ তারিখের কারণ

দর্শানোর নোটিশ এবং বিগত ইংরেজী ০১.১২.১৯৮৫ তারিখের বরাদ্দ বাতিলের পত্র মল্লিক টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির বরাবরে প্রদান করা হেতু দরখাস্তকারীদ্বয়ের লীজ সম্পত্তির প্লট নং ২৪৬ সংশ্লিষ্টতায় কোন সম্পর্ক নেই। উল্লেখিত কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং বরাদ্দ বাতিলের পত্র মল্লিক টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে। মল্লিক টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির বরাবরে যদিও কোন লীজ দলিল সম্পাদন হয়নি।

তিনি আরও নিবেদন করেন যে, একটি বৈধ লীজ দলিল দেওয়ানী আদালতে ডিক্রি ছাড়া বাতিল করা যায়না। এতদভিন্ন একটি বৈধ কারণ দর্শানোর নোটিশ ভিন্ন এবং ন্যায় সংগত শুনানী ব্যতিরেকে বরাদ্দ বাতিল ন্যায় বিচারের পরিপন্থী এবং আপিল বিভাগ প্রদত্ত ১৪ বিএলডি (এডি)-২৫৪ মোতাবেক তা বেআইনী।

তিনি আরও নিবেদন করেন যে, লীজ দলিলটি রেজিস্ট্রি হয় ১৯৫৪ সালে এবং ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৫৫ সালে। সুতরাং ১৯৮৫ সালে এসে শর্ত ভঙ্গের কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়না। দরখাস্তকারীগণের লীজ দলিলটির বৈধতা এবং চলমানতা থাকাবস্থায় প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক জনকন্ঠ এবং হানিফ এন্টারপ্রাইজকে বরাদ্দ প্রদান বেআইনী। যেহেতু সরকার লীজ দাতা সেহেতু সংবিধান মোতাবেক দরখাস্তকারীর সম্পত্তি এবং জীবন রক্ষা করার দায়িত্ব প্রতিপক্ষগণের। দরখাস্তকারীদ্বয়ের প্লট নং ২৪৬ এর বরাদ্দ বাতিলকরণ বেআইনী এবং দরখাস্তকারীদ্বয়ের মৌলিক অধিকার পরিপন্থী।

তিনি পরিশেষে নিবেদন করেন যে, দরখাস্তকারীগণ বরাবরে ১ বিঘা সম্পত্তি ছাড়িয়া দেওয়ার গণপূর্ত মন্ত্রণালয় তথা ১ নং প্রতিপক্ষের আশ্বাস বাস্তবায়ন না করার কারণে দরখাস্তকারীদ্বয় অত্র রীট পিটিশন দায়ের করেছেন। ফিদা এম কামাল তার বক্তব্যের সমর্থনে ৫৬ ডিএলআর (এইচসিডি)-২৬৯, ৫৮ ডিএলআর (এডি)-৪৬ এবং ১৩ এমএলআর (এডি)-২৬২ উপস্থাপন করেন।

জনাব মাহবুবে আলম বিজ্ঞ এটর্নী জেনারেল সংগে বিজ্ঞ মোঃ ইকরামুল হক, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল, পুরবী রানী সাহা এবং পুরবী রানী শর্মা, সহকারী এটর্নী জেনারেল ১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে যুক্তি তর্ক উপস্থাপনপূর্বক নিবেদন করেন যে, দরখাস্তকারীদ্বয়ের দরখাস্তটি মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিমূলক। গণপূর্ত মন্ত্রণালয় তথা ১নং প্রতিপক্ষ লীজ দলিলের ১৬নং শর্ত মোতাবেক দরখাস্তকারীদ্বয়ের পূর্ববর্তীগণের উপর ১ (এক) মাসের নোটিশ প্রদান করে দরখাস্তকারীদ্বয়ের পূর্ববর্তীদের নামে বরাদ্দপত্র বাতিল করে। তিনি আরও নিবেদন করেন যে, উক্ত প্লটটি ইতোমধ্যে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে মেসার্স হানিফ এন্টারপ্রাইজ এর বরাবরে মেমো নং শাখা-৬/৫ এল-১/৮১/৩৬৮ তারিখ ২৮.০৪.১৯৮৭ এবং দৈনিক জনকন্ঠ বরাবরে ১৬.০২.১৯৯৯ তারিখে বরাদ্দ প্রদান করে হস্তান্তর করা হয়।

দরখাস্তকারীদ্বয়ের দরখাস্ত, রীট পিটিশন, সংযুক্ত সকল সংযোজনী, প্রতিপক্ষগণের হলফান্তে জবাব এবং সংযুক্ত সংযোজনী পর্যালোচনা করা হলো এবং উভয় পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটগণের বক্তব্য শ্রবণ করা হলো।

লীজ দলিলের ৪নং শর্তে বলা আছে যে, “*The Lessee shall start the industries concerned on the land within two years from the date of the commencement of the lease, failing which the lease will be liable to be terminated under Clause 16, but the lessor may for just and sufficient reasons, extend the period.*” অত্র

লীজ দলিলটি বিগত ইংরেজী ০৭.০৬.১৯৫৪ তারিখে সম্পাদিত হয়েছিল। লীজ দলিলের ৪নং শর্ত মোতাবেক লীজ গ্রহীতা লীজ দলিল সম্পাদনের তারিখ তথা বিগত ইংরেজী ০৭.০৬.১৯৫৪ তারিখ থেকে পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্যে তথা ইংরেজী ০৭.০৬.১৯৫৬ তারিখের মধ্যে কটন টেক্সটাইল কারখানা তৈরীর স্থাপনা নির্মানের বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু লীজ গ্রহীতা বিগত ইংরেজী ০৭.০৬.১৯৫৬ তারিখে লীজ দলিলের উপরিলিখিত শর্ত ভঙ্গ করেন। লীজ গ্রহীতা শর্ত ভঙ্গের বিষয়ে কোন প্রকার আবেদন নিবেদন লীজ দাতার বরাবরে দাখিল করেন নাই। অতঃপর শর্ত ভঙ্গের দীর্ঘ ৩০ বৎসর পর লীজ দাতা বিগত ইংরেজী ১২.০৮.১৯৮৫ তারিখে লীজ গ্রহীতাকে কারণ দর্শানো পূর্বক এক মাসের নোটিশ প্রদান করেন এবং বিগত ইংরেজী ০১.১২.১৯৮৫ তারিখে লীজের শর্ত ভঙ্গের কারণে লীজ দাতা লীজ গ্রহীতার বরাবরে বরাদ্দকৃত লীজের বরাদ্দ বাতিল করেন, যা পরবর্তীতে বিগত ইংরেজী ১৪.০৮.২০০০ তারিখে সংশোধনী আকারে প্রদান করা হয়।

লীজ দলিলের ২২ নং শর্তে বলা আছে যে, “*anything contemplated to be done or decided by lessor in this behalf shall be final and binding upon the parties and no Civil Suit shall lie therefor.*” “মূল লীজ দলিল গ্রহীতা উপরিলিখিত শর্ত ভঙ্গ করে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করেন নাই। সম্পূর্ণ আশুস্তক গোলাম রহমান মল্লিক মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ১৩৯/১৯৮৬ দাখিল করেন যা পরবর্তীতে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ২১৪/১৯৮৮ এবং ২৭/১৯৯১-আকারে পুনঃ নাম্নার হয়।”

দরখাস্তকারীগণের গল্পটি বা কাহিনিটি হল ২৪৫ এবং ২৪৬ নং প্লটের বরাদ্দ বিগত ইংরেজী ০৭.০৬.১৯৫৪ তারিখের লীজ দলিল মূলে এম/এস মল্লিক এন্ড কোং একটি অংশীদারী ফার্ম এর বরাবরে প্রদত্ত হয়েছিল। বিগত ইংরেজী ১৮.০৫.১৯৭০ তারিখে উক্ত অংশীদারী ফার্মের একজন অংশীদার আবদুর রহমান মল্লিক মারা গেলে বিগত ইংরেজী ১৫.০৬.১৯৭২ তারিখে অংশীদার গোলাম রহমান মল্লিক নতুন পার্টনার মাহমাদুর রহমান মল্লিক এর সাথে এল মল্লিক এন্ড কোং এর নামে নতুন অংশীদারী দলিল সম্পাদন করেন। কিন্তু লীজ দলিলের ১০ নং শর্তে বলা আছে যে, ***“The lessee shall not sell, charge, mortgage, exchange, gift away or otherwise assign, sublet, encumber or in any way part with or dispose of the demised property or any building structure, machinery, etc., thereon or any part thereof without the previous written sanction of the Lessor which sanction will, however, not be unreasonably withheld. If such sanction is given, the Lessee shall pay a fee which for a sub-lease for more than ten years or any other form of transfer shall equal 25 per cent. Of the market value of the land so sub-leased or transferred and for a sub-lease for ten years or less shall be the equivalent of one month’s rent for each two years covered by the sub-lease.”*** লীজ গ্রহীতা কর্তৃক লীজ দাতার অনুমোদন না নিয়ে তথা প্রতিপক্ষগণের অনুমতি না নিয়ে লীজের শর্ত ভঙ্গ করে জনৈক মাহমুদুর রহমান মল্লিককে অংশীদার হিসেবে গ্রহণ এবং অরেজিস্ট্রিকৃত চুক্তির মাধ্যমে গোলাম রহমান মল্লিক এবং মাহমুদুর রহমান মল্লিক কর্তৃক বিগত ইংরেজী ০১.০৭.১৯৭২ তারিখে প্লট নং ২৪৫ এবং ২৪৬ নিজেদের মধ্যে বন্টন উপরিলিখিত লীজ দলিলের অত্র ১০ নং শর্তের সরাসরি ভঙ্গ তথা পরিপন্থী। বিগত ইংরেজী ২৫.০৯.১৯৭৩ তারিখে সম্পাদিত ‘Deed of Partnership’ দলিলটি (Annexure-3) ১০ নং শর্তের পরিপন্থী। অর্থাৎ তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিটি সংশ্লিষ্টতায় মালিকানা বদল এবং প্লট পরিবর্তন লীজ দলিলের ১০ নং শর্তের পরিপন্থী। অর্থাৎ

দরখাস্তকারীগণের পিতা সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে এবং জাল জালিয়াতির মাধ্যমে এল মল্লিক এন্ড কোঃ নামক কোম্পানীর একক মালিকানা অর্জন করে প্লট নং ২৪৬ টি গ্রাস করার হীন মানসে।

লীজ দলিলের ১৬(১) নং শর্তে বলা হয়েছে যে, **“(i) In the event of the Lessee committing any breach of any of the covenants of this Indenture other than payment of rent, taxes etc. the Lessor shall be at liberty without prejudice to any other rights that he may possess, after giving one calendar month’s notice in writing, to determine the rights of the Lessee under these presents, re-enter into or upon the whole of the demised property or any part thereof and take possession thereof including all buildings, structures, and erections, etc., thereon and thereupon the lease shall forthwith cease and the demised property including all buildings, structures and erections, etc., thereon shall vest in and be the absolute property of the Lessor but the Lessee shall be entitled only to such compensation for the buildings and structures and execution, etc. as may be determined by the Lessor. The Lessee, however, may remove any goods or things not being part of any buildings, structures and erections, etc., on the demised property within a fortnight of such determination; failing which they shall be forfeited to government and the Lessee shall not be entitled to any compensation or damage whatsoever therefor.”** উল্লিখিত শর্ত নং ১৬ সহজ সরল পাঠে এটা কাঁচের মত স্পষ্ট যে লীজ গ্রহীতা লীজ দলিলের শর্ত ভঙ্গ করলে লীজ দাতা এক মাসের লিখিত নোটিশ প্রদান করে তফসিল সম্পত্তিতে প্রবেশ ও এর উপরিলিখিত সকল দালান কোঠার দখল গ্রহণ করবেন এবং লীজটি সাথে সাথে রদ রহিত হয়ে যাবে। বিগত ইংরেজী ০১.১২.১৯৮৫ তারিখের পত্র পর্যালোচনান্তে এটা কাঁচের মত স্পষ্ট যে, চুক্তিপত্রের ১৬ নং শর্ত মোতাবেক মূল লীজ গ্রহীতাকে এক মাসের কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান পূর্বক প্রতিপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দটি বাতিল করা হয়েছিল। এনেক্সার-জি, জি-১, জি-২ এবং জি-৩ দৃষ্টে এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, মূল লীজ

গ্রহীতা উপলিখিত বরাদ্দ বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই বরং সিদ্ধান্তটি মেনে নিয়েছিলেন।

সার্বিক পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট যে, লীজ দলিলের শর্ত দীর্ঘ ৩০ (ত্রিশ) বৎসর যাবৎ ভঙ্গ করায় লীজ দাতা লীজ গ্রহীতার বরাদ্দ বাতিল করেন যা লীজ গ্রহীতা মেনে নেন।

অপরদিকে, এনেক্সার-জি,জি-১, জি-২ এবং জি-৩ দৃষ্টে এটা স্পষ্ট যে, দরখাস্তকারীদ্বয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বরাবরে এক বিঘা সম্পত্তি পাওয়ার জন্য তারা আবেদন নিবেদন করে আসছেন।

কারণ দর্শানোপূর্বক অত্র রুলটি ইস্যু করা হয়েছিল ২ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত বিগত ইংরেজী ১২.০১.১৯৯২ তারিখের পত্রে প্রদত্ত অঙ্গিকার বাস্তবায়নের জন্য। বিগত ১২.০১.১৯৯২ তারিখের পত্রের বিষয়

নিম্নরূপঃ

“গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পূর্ত মন্ত্রণালয়
শাখা-৬

নম্বরঃ শাখা-৬/৫ এল-১/৮৯/২৯

তাং ১২-১-৯২ ইং

প্রেরকঃ ইবনে আহমেদ,
সহকারী সচিব।

প্রাপকঃ জনাব গোলাম রহমান মল্লিক,
প্রোপ্রাইটর,
এল, মল্লিক এন্ড কোং,
৪, লায়েল স্ট্রীট, ঢাকা।

বিষয়ঃ তেজগাঁও শিল্প এলাকায় প্লট নং-২৪৬ এর বিষয়ে বিচারার্থীন দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ২৭/৯১, ৪র্থ সাব-জজ আদালত এর প্রত্যাহার সম্পর্কে।

উপরোক্ত বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া তেজগাঁও শিল্প এলাকার প্লট নং- ২৪৬ এর ৩ (তিন) বিঘা সম্পত্তির জন্য আপনার দ্বারা ৪র্থ সাব-জজ আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ২৭/৯১, প্রত্যাহার করার প্রমাণ পত্র মন্ত্রণালয়ে দাখিল করিলে আলোচ্য বাতিলকৃত তেজগাঁও শিল্প এলাকার প্লট নং ২৪৬ এর ৩ বিঘা সম্পত্তি হইতে আপনার মালিকানায় ১(এক) বিঘা সম্পত্তি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

(ইবনে আহমেদ)
সহকারী সচিব।”

উপরিলিখিত ৫ (পাঁচ) লাইনের চিঠিটি দেখতে আপতত দৃষ্টিতে নিরীহ মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে এটি রাষ্ট্রীয় কোটি কোটি টাকার সম্পদ আত্মসাতের একটি অভিনব পদ্ধতি। কারণ উপরিলিখিত চিঠির প্রাপক দরখাস্তকারীর পিতা গোলাম রহমান মল্লিক বিগত ইংরেজী ০৯.০৬.১৯৫৪ তারিখে সম্পাদিত মূল লীজ দলিলের কোন পক্ষ ছিলেন না।

যেহেতু দরখাস্তকারীর পিতার সাথে পূর্বের বরাদ্দ কিংবা বাতিলের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না সেহেতু দরখাস্তকারীর পিতার মামলা দাখিল কিংবা প্রত্যাহারের সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

বিগত ইংরেজী ১২.০১.১৯৯২ তারিখের পত্রটি কেন ২ নং প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীদ্বয়ের পিতা গোলাম রহমান মল্লিক এর বরাবরে ইস্যু করা হয়েছিল? দরখাস্তকারীদ্বয়ের পিতা গোলাম রহমান মল্লিক বরাবরে কি কারণে অত্র চিঠিটি ইস্যু করা হয়েছিল? স্বীকৃতমতেই বিগত ইংরেজী ০৯.০৬.১৯৫৪ তারিখের মূল লীজ দলিলটিতে দরখাস্তকারীদ্বয়ের পিতা গোলাম রহমান মল্লিক কোন পক্ষ ছিলেন না। যেহেতু গোলাম রহমান মল্লিক পূর্বতন লীজ দলিলের কোন পক্ষ ছিলেন না সেহেতু গোলাম রহমান মল্লিককে উপরিলিখিত চিঠিটি প্রদান বেআইনী এবং এখতিয়ার বহির্ভূত। দরখাস্তকারীর পিতা তফসিল সম্পত্তি বরাদ্দ পাওয়ার নিমিত্তে কোন আবেদন কিংবা নিবেদন প্রতিপক্ষের নিকট কখনও করে নাই। বিগত ইংরেজী ১২.০১.১৯৯২ তারিখের পত্রটি ইস্যু করা হয়েছিল শুধুমাত্র সরকারি সম্পত্তি আত্মসাতের প্রচেষ্টায়।

দরখাস্তকারীদ্বয় এর মূল বক্তব্য হল এই যে, বিগত ইংরেজী ১৮.০৫.১৯৭০ তারিখে এল মল্লিক এন্ড কোম্পানীর একজন অংশীদার আবদুর রহমান মল্লিক মারা গেলে বিগত ইংরেজী ১৫.০৬.১৯৭২ তারিখে তাদের পিতা মোঃ গোলাম রহমান মল্লিক উক্ত এল মল্লিক এন্ড কোম্পানীর অংশীদার হন। অতঃপর অংশীদার হয়ে তাদের পিতা গোলাম মল্লিক অপর অংশীদার মাহমুদুর রহমান মল্লিক এর সাথে আপোষে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় বরাদ্দকৃত প্লট নং ২৪৫ এবং ২৪৬ বন্টন করে নেন। বন্টনে দরখাস্তকারীর পিতা ২৪৬ নং প্লটটি পান এবং অপর অংশীদার মাহমুদুর রহমান মল্লিক ২৪৫ নং প্লটটি পান। কিন্তু দরখাস্তকারীর পিতার এল মল্লিক এন্ড কোম্পানীর পূর্বতন অংশীদার আবদুর রহমান মল্লিক এর স্থলে নতুন অংশীদার হিসেবে যোগদানের বিষয়ে দরখাস্তকারীদ্বয়ের পিতা গোলাম রহমান মল্লিকের কোন অনুমোদন লীজ গ্রহীতা প্রদান করেন নাই।

আইনের সমর্থন ব্যতীত যে কোন সিদ্ধান্ত বা পত্র বেআইনী তথা শুরুতেই বাতিল। যদি কোন সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার না থাকে সেক্ষেত্রে উক্ত সিদ্ধান্ত শুরুতেই বাতিল তথা *void abinitio*।

বিগত ইংরেজী ১২.০১.১৯৯২ তারিখের পত্রটি ইবনে আহমেদ, সহকারী সচিব (৩ নং প্রতিপক্ষ) কিসের ভিত্তিতে প্রদান করলেন তার কোন সূত্র সংশ্লিষ্ট পত্রে নাই। পত্র দৃষ্টে এটা স্পষ্ট যে, অত্র পত্রটি তিনি চিঠিটি রেফারেন্স তথা সূত্রবিহীন। সচিবের সম্মতি কিংবা অনুমতি ব্যতিরেকে তথা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রদান করেছেন। অর্থাৎ সহকারী সচিব ইবনে আহমেদ তার একক ইচ্ছা এবং স্বেচ্ছাচারীভাবে এবং অবৈধ স্বার্থ হাসিল করার হীন মানসে অত্র পত্রটি বেআইনীভাবে ইস্যু করেছিলেন।

রাষ্ট্রের কোন সম্পত্তি কোন একক কর্মচারীর খেয়াল খুশিমত বরাদ্দ দেওয়া যায় না অথবা কাউকে বরাদ্দ দেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া যায় না।

৩ নং প্রতিপক্ষ ইবনে আহমেদ এবং অত্র দরখাস্তকারীগণের পিতা গোলাম রহমান মল্লিক পরস্পর যোগসাজসীভাবে এবং অন্যায় লাভের বশবর্তী হয়ে রাষ্ট্রকে তথা জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করার হীন মানসে অত্র পত্রটি ইস্যু করা হয়েছিল।

বিগত ইংরেজী ০৭.০৬.১৯৫৪ তারিখে তেজগাঁও শিল্প এলাকার প্লট নং ২৪৫ ও ২৪৬ এর উপরিলিখিত ৬ বিঘা সম্পত্তি এল, মল্লিক এন্ড কোং নামক একটি অংশীদারী ফার্ম বরাবরে প্রদান করা হয়েছিল। উক্ত অংশীদারী ফার্মের অংশীদার ছিলেন মাহমুদুর রহমান মল্লিক এবং আনিসুর রহমান মল্লিক। গোলাম রহমান মল্লিক উক্ত ফার্মের অংশীদার ছিলেন না। সুতরাং বাতিল হয়েছে অংশীদারী ফার্মের বরাদ্দ। গোলাম রহমান মল্লিক এর নামে কোন বরাদ্দ প্রদান করা হয় নাই এবং বাতিলও হয় নাই।

মামলা দায়েরের যোগ্যতা (Maintainability)

বিতর্কিত তথ্যঘটিত প্রশ্ন (Disputed question of fact):-

পক্ষগণের মধ্যে বিতর্কিত দাবী অবশ্যই দেওয়ানী আদালতের মাধ্যমে সমাধান/ মিমাংসা করতে হবে। হাইকোর্ট বিভাগ কোন সম্পত্তির স্বত্ব বা দখল বিষয়ে বিবাদমান পক্ষগণের মধ্যে দেওয়ানী আদালতের ন্যায় ডিক্রি প্রদান করতে পারে না।

যত অসাধারণ ক্ষমতাই থাকুক না কেন, রীট আদালত কখনই কোন বিতর্কিত তথ্যঘটিত প্রশ্নে (disputed question of fact) সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারে না এবং করবে না যার (বিতর্কিত তথ্যঘটিত প্রশ্ন) মিমাংসা করতে সাক্ষ্য গ্রহণ অতি আবশ্যিক। অন্য কথায়, যে বিষয়ের মিমাংসা সাক্ষ্য গ্রহণ ব্যতীত সম্ভব নয়, সে বিষয়ে রীট আদালত কোন সিদ্ধান্ত বা মতামত প্রদান করতে পারে না।

সোস্যাল অর্গানাইজেশন অফ আনইমপ্লয়েড কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ (সোর্স) বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য (রীট পিটিশন নং ৬৫৭৬/ ২০১৩) মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বিভাগ অভিমত প্রদান করেন যে,

“Disputed claims of the parties ought to be resolved in the Civil Court. High Court Division cannot pass a decree as to title and possession between the contending parties like a Civil Court.

However extra-ordinary the powers may be, a writ Court cannot and should not decide any disputed question of fact which requires evidence to be taken for settlement. The principle is well-settled.

এ, এইচ, সিকদার বনাম বাংলাদেশ ব্যাংক [31 DLR(AD)(1979)-303] আপিল বিভাগ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে,

“There is a long line of decisions in favour of the view that the High Court should not enter into disputed questions of fact nor decide any question as to title which require investigation into facts and taking of elaborate evidence.”

সামছুন নাহার ছালাম এবং অন্যান্য বনাম মোহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান এবং অন্যান্য [51 DLR (AD) 1999-232] আপিল বিভাগ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে,

“A writ Court cannot and should not decide any disputed question of fact which requires evidence to be taken for settlement”.

সুতরাং তেজগাঁও শিল্প এলাকার প্লট নং ২৪৬ স্থিত ৩ বিঘা সম্পত্তি হতে ১ বিঘা সম্পত্তির মালিকানা দরখাস্তকারীদ্বয়ের বরাবরে স্বত্ব এবং দখলের ঘোষণা প্রদান শুধুমাত্র যোগ্যতাসম্পন্ন দেওয়ানী আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রদান করতে পারে।

সংবিধিবদ্ধ আইন এবং নিয়মের অধীন অধিকারঃ-

আইনের দ্বারা করণীয় কার্য করার জন্য নির্দেশনা চাহিয়া (mandamus) দরখাস্ত করতে হলে দরখাস্তকারীকে অবশ্যই দেখাতে হবে যে, তার দাবীটি সংবিধিবদ্ধ আইন বা সংবিধিবদ্ধ নিয়মের আওতাভুক্ত।

আলভি স্পিনিং মিলস লিঃ ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য মোকদ্দমায় (4 SCOB [2015] HCD 23) হাইকোর্ট বিভাগ অভিমত প্রদান করেন যে,

*“It is a well-settled principal of law that in order to get a Rule of mandamus the petitioner must show that his claim is rooted in the statute or statutory Rule.
So, it is always required that the applicant for a mandamus should have a specific legal right to enforce the performance of those duties.”*

Queen v. Guardians of the Lewisham Union, [(1897) 1 QB 498] অভিমত

প্রদান করেন যে,

“This court would be far exceeding its proper functions if it were to assume jurisdiction to enforce the performance by public bodies of all their statutory duties without requiring clear evidence that the person who sought its interference had a legal right to insist upon such performance.”

Talekhal Progressive Fisherman Co-operative Society Ltd. Vs.

Bangladesh and others [1981 BLD(AD)-103] আপিল বিভাগ অভিমত প্রদান করেন যে,

“In order to entitle a person to ask for performance of any public duty by mandamus it is necessary to show that he has a legal right for claiming such performance apart from the fact that he is interested in the performance of the duty.”

National Engineers vs. Ministry of Defence [44 DLR (AD) (1992) 179]

আপিল বিভাগ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে,

“In order to enforce the performance by public bodies of any public duty by mandamus, the applicant must have a specific legal right to insist upon such performance”.

So, a writ of mandamus can be granted only in a case where there is a statutory duty imposed upon the public bodies and there is a failure on the part of that public bodies to discharge their statutory obligations. The paramount function of a writ is to compel performance of public duties prescribed by statute and to keep public bodies exercising public functions within the limits of their jurisdiction. Therefore, mandamus may issue to compel the public bodies to do something, it must be shown that there is a statute which imposes a legal duty and the aggrieved party has a legal right under the statute to enforce its performance.

অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র বা কোন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্বপালনরত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা করণীয় কার্য করার জন্য নির্দেশনা চাহিয়া দরখাস্ত দাখিলের পূর্বশর্ত হল দরখাস্তকারীকে দেখাতে হবে যে, সংবিধিবদ্ধ আইন বা সংবিধিবদ্ধ নিয়মে উক্ত ব্যক্তির উপর আইনগত দায়িত্ব অর্পন করেছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংবিধিবদ্ধ আইন এবং নিয়মের আওতায় আইনগত অধিকার আছে উক্ত অধিকার আদায়ের।

প্রজাতন্ত্র বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা তাঁর করণীয় কার্য করার জন্য নির্দেশ চাহিয়া (mandamus) আবেদনকারীকে অন্ততপক্ষে কিছু আইনগত অধিকার থাকতে হবে। অত্র মোকদ্দমাটি দায়েরে নূন্যতম আইনগত অধিকার দেখাতে বর্তমান মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীদ্বয় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান মোকদ্দমায় দরখাস্তকারীদ্বয় সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন এমন কোন সংবিধিবদ্ধ আইন বা সংবিধিবদ্ধ নিয়মের প্রদত্ত অধিকার দেখাতে। অর্থাৎ দরখাস্তকারীদ্বয়ের অত্র মামলা দায়ের করার কোন আইনগত অধিকার নাই।

গোলাম রহমান মল্লিক দেওয়ানী মোকদ্দমাটি দায়ের করেছেন মিথ্যা বাদীর নামে জাল জালিয়াতির মাধ্যমে। দরখাস্তকারীদ্বয়ের পিতা গোলাম রহমান মল্লিক দেওয়ানী মোকদ্দমা নং ১৩৯/১৯৮৬ (পরবর্তী নং ২১৪/১৯৮৮ এবং ২৭/১৯৯১) দাখিল করে তেজগাঁও শিল্প এলাকার ২৪৬ নং প্লটের ১ বিঘা সম্পত্তির স্বত্ব ঘোষণা চাহিয়া এবং বিগত ইংরেজী ০১.১২.১৯৮৬ তারিখের পত্রটি বাতিল চাহিয়া মামলা করেন। উক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমাটির (এনেক্সার-ই) ৪ এবং ৫ নং প্যারা নিম্নরূপঃ

“4. That by virtue of registered deed being No. 1580 dated 09.06.54 the plaintiff became sole owner of the property fully described in the schedule below along with other properties.
5. That since then the plaintiff has been owning and possessing the schedule property alongwith other properties peacefully and without any hindernce from any quarter. ”

গোলাম রহমান মল্লিক মূল বরাদ্দ গ্রহীতা ছিলেন না। তাহলে তিনি কিভাবে উপরিলিখিত আরজির ৪নং প্যারায় বললেন তিনি তথা গোলাম রহমান মল্লিক ‘এল মল্লিক এন্ড কোম্পানীর’ প্রোপ্রাইটার হিসেবে ০৯.০৬.১৯৫৪ তারিখে দলিল নং ১৫৮০ মূলে তফসিলভুক্ত সম্পত্তির মালিক নিয়ত হন? অর্থাৎ দরখাস্তকারীদ্বয়ের পিতা দেওয়ানী আদালতে সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করে মোকদ্দমাটি দায়ের করেন। এবং

একইভাবে পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে উক্ত গোলাম রহমানের দুই সুযোগ্য পুত্র অত্র বিভাগের সম্মুখে চরম মিথ্যাচার করে দরখাস্তের ৪ এবং ৫ নং প্যারায় বর্ণনা করেন যে,

“4. Late Ghulam Rahman Mullick carried on business as an importer and general merchant through his proprietary firm under the name and style of “M/S. L. Mullick & Co.”. The said business is now run by the petitioner No. 1. Upon an allotment made on 29.12.1953, the Governor of East Bengal executed a lease deed, being Deed No. 4580 dated 07.06.1954, in favour of M/s L. Mullick & Co. leasing 2 acres of land comprising Plot No. 245 and 246 of Tejgaon Industrial Area, Dhaka.

5. The leased property was duly mutated in the name of M/s L. Mullick & Co. with the concerned authorities, and late Ghulam Rahman Mullick began to possess and occupy the same upon payment of all rents and levies applicable thereto. He built a textile industry on the land leased to him under the name and style of Mullick Textiles Industries.”

দরখাস্তকারীদ্বয়ের দরখাস্তে উপরোল্লিখিত ৪ এবং ৫নং প্যারা সহজ সরল পাঠে এটা স্পষ্ট যে, গোলাম রহমানের একক মালিকানার এল মল্লিক এন্ড কোঃ নামে মূল লীজ দলিলাটি সম্পাদন হয়েছিল। যা সম্পূর্ণ মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে মূল লীজ দলিল হয়েছিল আবদুর রহমান মল্লিক এবং মাহমুদুর রহমান মল্লিকদ্বয়ের অংশীদারী ফার্ম এম মল্লিক এন্ড কোঃ এর নামে। আবদুর রহমান মল্লিক ও মাহমুদুর রহমান মল্লিকের অংশীদারী ফার্ম এবং গোলাম রহমান মল্লিকের একক মালিকানাধীন এল মল্লিক এন্ড কোঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বত্বা। অর্থাৎ দরখাস্তকারীদ্বয় অত্র বিভাগের সম্মুখে মিথ্যা বর্ণনা উপস্থাপন করে আদালতের সাথে প্রতারণা করেছে।

ওরিয়েন্টাল ব্যাংক বনাম এবি সিদ্দিক [(২০০৮) ১৩ বিএলসি (এডি) ১৪৪] মোকদ্দমায় আপিল বিভাগ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে,

“As the remedy given in writ jurisdiction is equitable, the applicant must come with clean hands and his application may be rejected for his improper conduct.”

সুতরাং যেহেতু দরখাস্তকারীদ্বয়ের পিতা নিম্ন আদালতে এবং অত্র দরখাস্তকারীদ্বয় অত্র বিভাগের সহিত প্রতারণা করেছে সেহেতু দরখাস্তকারীদ্বয়ের অত্র মামলাটি ছুড়ে ফেলে দেওয়া হল আদালতের কর্তব্য।

এ্যাডভোকেট ফিদা এম কামাল আপিল বিভাগের যে সকল সিদ্ধান্তসমূহ উপস্থাপন করেছেন তা বর্তমান মামলার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় তথা বর্তমান মামলার ঘটনার সম্পর্কযুক্ত নয় বিধায় বিবেচনা করা গেল না।

উপরিলিখিত আলোচনা এবং পর্যালোচনায় এটা আমাদের অভিমত যে, অত্র দরখাস্তকারীদ্বয়ের অত্র মোকদ্দমাটি দায়েরের পক্ষে কোন আইনগত অধিকার দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। দরখাস্তকারীদ্বয়ের দাবী বিতর্কিত তথ্যঘটিত প্রশ্নের উপর নির্ভরশীল। সবকিছুর উপরে দরখাস্তকারীদ্বয়ের পিতা গোলাম রহমান মল্লিক দেওয়ানী আদালতে এবং অত্র দরখাস্তকারীদ্বয় অত্র বিভাগের সামনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মিথ্যা এবং বানানো গল্প উপস্থাপনের মাধ্যমে আদালতের সাথে প্রতারণা করেছেন। অত্র রুলটি খারিজযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি বিনা খরচায় খারিজ করা হলো।

এখতিয়ার বর্হিভূতভাবে এবং বেআইনীভাবে পত্র নম্বরঃ শাখা-৬/৫ এল-১/৮৯/২৯ তাং ১২-১-৯২

ইস্যু করার জন্য ৩নং প্রতিপক্ষ ইবনে আহমেদ, তৎকালীন সহকারী সচিব, পূর্ত মন্ত্রণালয় এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য ১নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

বিচারপতি জনাব মইনুল ইসলাম চৌধুরীঃ

আমি একমত